খুলনায় থ্রি ডক্টরস কোচিংয়ের পরিচালক আটক

প্রকাশিত: ১১ - অক্টোবর, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ খুলনার মেডিক্যাল ভর্তি কোচিং থ্রি ডক্টরসের পরিচালক ডাঃ তারিম ওরফে ইউনুস খান তারিমকে আটক করা হয়েছে। সরকারী নির্দেশ অমান্য করে কোচিং পরিচালনা করা এবং মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন সন্দেহে বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর বেনুবাবু রোডে অবস্থিত কোচিংয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ ইমরান খান ও মোঃ মিজানুর রহমান। ম্যাজিস্ট্রেট ইমরান খান বলেন, ১১ অক্টোবর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এক মাস দেশের সব কোচিং সেন্টার বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। কিন্তু সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে থ্রি ডক্টরস খোলা রেখে পরিচালক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস চালাচ্ছেন। তিনি জানান, এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসে পরিচালক তারিম যুক্ত কি না এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধসহ সকল প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে খুলনা জেলা প্রশাসন এই অভিযান পরিচালনা করে বলে জানান ইমরান খান। জানা গেছে, আটক ইউনুস খান তারিম ওই কোচিংয়ের মালিক। তিনি একজন সরকারী চিকিৎসক এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) নেতা। অভিযোগ রয়েছে , থ্রি ডক্টরস কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রে কারসাজি করে কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থী ভর্তি করে আসছেন। খুলনার এই কোচিং সেন্টার ভর্তি-বাণিজ্যের মাধ্যমে ‘মেধাহীন’ ছাত্র-ছাত্রীদেও মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ করে দিচ্ছে। জনপ্রতি হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

যুবককে মলমূত্র খাওয়ানো ঘটনায় তিন আসামি রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ ঝাড়ফুঁকের অপবাদে জেলার হিজলা উপজেলার হরিনাথপুর এলাকার এক যুবককে অমানুষিক নির্যাতনের পর মলমূত্র খাওয়ার ঘটনায় গ্রেফতারকৃত তিন আসামির চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও হরিনাথপুরের শেওড়া সৈয়দখালী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) তারেক আহসান রাসেল জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত গ্রেফতারকৃত মূলহোতাসহ তিনজনকে বুধবার শেষ কার্যদিবসে আদালতে প্রেরণ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাতদিনের রিমান্ড চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সাব্বির মোঃ খালিদ চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।